"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা হলেন বিন্দু স্বরূপ, তাকে যথার্থ রূপে জেনে স্মরণ করো এটাই হলো বিচক্ষণতা"

*প্রশ্নঃ - অসীমিতের (বেহদের) দৃষ্টিতে স্বপ্নের অর্থ কি? এই সংসারকে স্বপ্নবৎ সংসার কেন বলা হয়েছে?

*উত্তরঃ - স্বপ্ন অর্থাৎ যা আগে হয়ে গেছে। তোমরা এখন জানো যে এই সম্পূর্ণ সংসার এখন স্বপ্নের মতো অর্থাৎ সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত সব অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তোমাদের এখন সেকেন্ডের মধ্যে এই স্বপ্নবৎ জগৎ সংসারের স্মৃতিতে এসেছে। তোমরা সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্ত, মূললোক, সূক্ষ্মলোক, স্থূললোককে জেনে তোমরা এখন মাস্টার ভগবান হয়ে গেছো।

*গীতঃ- কে এলো আমার মনের দুয়ারে.....

ওম্ শান্তি । শিববাবা নিজের মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের, হারানিধি শালগ্রামদের বসে বোঝাচ্ছেন। শালগ্রামরাই বাবার সন্তান তাইনা। বাচ্চারা জানে আমাদের উনি শিক্ষা প্রদান করেন, যাঁকে কোনো মানুষই জানে না। ওরা শিবের মন্দিরে যায় কিন্তু সেখানে গিয়ে তো অনেক বড় শিবলিঙ্গ দেখে। ওরা এটা থোড়াই জানে যে আমাদের বাবা হলেন বিন্দু। যে বাচ্চারা শিববাবাকে এতো বড় মনে করে স্মরণ করে বা করে থাকবে — তারাও ভোলা বাচ্চা, কেননা তারাও হলো ভুল। বাবা বুঝিয়ে বলেন আমি বিন্দু, এখন বিন্দুকে কেউ কিভাবে বুঝবে। যদিও কেউ বলে থাকে তিনি অখন্ড জ্যোতি স্বরূপ, তিনি অমুক কিন্তু তিনি তা নন, তিনি হলেন বিন্দু। ওঁনাকে স্মরণ করা খুব মুশকিল। ক্ষণে-ক্ষণেই ভুলে যায়। ভক্তি মার্গে মানুষের শিবলিঙ্গের উপরে ফুল অর্পণ করা বা পূজা করার অভ্যাস আছে সুতরাং সেটাই তাদের মনে থাকে । কিন্তু ক্ষণে-ক্ষণেই ভুলে যায় যে আমাদের পিতা হলেন বিন্দু স্বরূপ। সম্পূর্ণ ড্রামায় ওঁনার যে পার্ট রয়েছে সেটাই এসে তিনি প্লে করেন। তারা কি করে বসে বিন্দুর মহিমা করবে যে তিনি সুখের সাগর, শান্তির সাগর....। কত ছোট বিন্দু রূপ তাঁর।

বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে কাকে ধ্যানে রাখব? এই কথা গুলি তো যারা সুবুদ্ধিমান তারাই বুঝতে পারবে। তা না হলে সেই শিবের লিঙ্গই স্মরণে চলে আসবে। শ্রীকৃষ্ণ তো খুব ভালো ভাবেই বুদ্ধিতে বসতে পারে। ইনি তো হলেন বিন্দু। গানের কথাতেও আছে মনে করার চেষ্টা করলেও মনে আসে না, সেই চেহারা তবে কেমন? এটাই ওয়ান্ডারফুল যে এতো ছোট বিন্দু তিনি। তিনি জ্ঞানের ডান্স করেন। বলা হয় - এ হলো স্বপ্নের সংসার। যা কিছু অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তাকে বলে স্বপ্ন। স্বপ্নের মতো সংসার, যা পার হয়ে গেছে তা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। সম্পূর্ণ ব্রহ্মান্ড, মূললোক, সূক্ষ্মলোক, সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপর — সম্পূর্ণটাই স্বপ্ন হয়ে গেছে। যা অতীতে ঘটে গেছে সেটাই স্বপ্ন হয়ে গেছে। এখন কলিযুগেরও শেষ সময়। ওটা স্বপ্নের সংসার হলো তাইনা। সেই স্বপ্নগুলো সীমিত। সীমাহীন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী সে ও স্বপ্ন হয়ে গেছে। একে বলে স্বপ্নের সংসার। বাচ্চারা ছাড়া এই গোপন কথা আর কেউ-ই জানে না। সত্যযুগে অগাধ সুখ ছিল - সেইসব অতীত হয়ে গেছে। এখন তোমরা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আদি,মধ্য অন্তের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করা উচিত। বাবা যা বোঝান আর কেউ-ই বোঝাতে পারবে না। তোমাদের বুদ্ধিতে স্বপ্নের সংসার আছে। এটা-এটা পাস্ট (অতীত) হয়ে গেছে - বুদ্ধি তো জানে তাইনা। তোমাদের উপর থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ নলেজ বুদ্ধিতে আছে - আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত। তোমরা এখন ত্রিকালদর্শী-ত্রিলোকীনাথ হয়ে গেছো। ত্রিলোকীনাথ হওয়ার জন্য তোমরা ঠিক যেন ভগবান হয়ে গেছো। ভগবান বসে তোমাদের শিক্ষা প্রদান করেন। সেকেন্ডের মধ্যেই স্বপ্ন আসে না ! সুতরাং সেকেন্ডের মধ্যেই তোমাদের সবকিছু স্মরণে আসা উচিত - বীজ এবং বৃক্ষ। বাবাও বলেন - আদি , মধ্য, অন্তের জ্ঞান আমার কাছে আছে সেইজন্যই আমাকে জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল, জানী-জাননহার বলা হয়। তিনি জানেন প্রত্যেকের অবস্থা (স্থিতি) কেমন হবে ! আমি কেন বসে প্রত্যেকের অবস্থা জানবো! যে অবস্থা কল্প পূর্বে ছিল, সেই অবস্থাতেই আছে। সেটা তো তোমরাও জানো। পুরুষার্থ করার জন্য তিনি বলেন - ভালোভাবে পুরুষার্থ করো।

এখন তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে। তোমরা জানো এটা-এটা পাস্ট হয়ে গেছে - এইভাবে দেবতারা রাজত্ব করত এরপর আবারও এসে রাজত্ব করবে। তোমরা পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার সব স্মরণ করতে থাকবে, একেই বলে স্বদর্শন চক্রধারী। শিবলিঙ্গের মূর্তি মানুষ মনে রাখতে অভ্যস্ত। সুতরাং ওরা বিশ্বাস করে যে বাবা হলেন জ্যোতির্লিঙ্গম্। তোমরা একে বিন্দু বললে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। ওরা মনে করে আত্মা ছোট এবং পরমাত্মা বড়। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো - এই কলিযুগের দুনিয়াতে এখন কত রকম আড়ম্বর রয়েছে। একেই মায়ার আড়ম্বর বলা হয়। মায়ার আড়ম্বর এবং

প্রদর্শনী দেখে ওরা বলে না - দুনিয়া এখন কত ভালো হয়ে গেছে। বড়-বড় মহল তৈরি হয়েছে। আমেরিকায় কত আড়ম্বর। কত রকমের চিত্তাকর্ষক জিনিস তৈরি হয়। আমরা জানি এগুলো তো সোনালী মোড়কে তৈরি জিনিস যা শেষ হয়ে যাবে। দিনে-দিনে বড়-বড় ইমারত, বাঁধ ইত্যাদি তৈরি করবে , ঠিক যেন সম্পূর্ণ নতুন দুনিয়া। মায়ার প্রভাবে প্রভাবিত। আসুরিক সম্প্রদায়ের আড়ম্বরের প্রদর্শনী। এসবই হলো ম্যাজিক, নিমেষেই গায়েব হয়ে যাবে। বড়-বড় সায়েন্সের অহংকার যা বিজ্ঞানীদের বুদ্ধিতে আছে, তার সবই শেষ হয়ে যাবে। তারা একে অপরকে বলবে তুমি হস্তক্ষেপ করবে না, নয়তো সব শেষ হয়ে যাবে। আমেরিকা নিজেকে শক্তিশালী বলে মনে করে তবে নিশ্চয়ই দ্বিতীয় নম্বরে আর কাউকে থাকতে হবে যে তার মোকাবিলা করবে। বলা হয়- দুটো বিড়াল মারামারি করেছিল। যাদবরা নিজেদের কুলকেই ধ্বংস করেছিল, সুতরাং ওরা তো দুটো বিড়াল তাইনা। বাস্তবে সেটাই এখন ঘটছে।

বাচ্চারা তোমরা জানো - পূর্বেও এই সময় তোমরাই নলেজ গ্রহণ করেছিলে। আবারও এখন নিচ্ছো। বাবা এসে সম্পূর্ণ নলেজ ব্যাখ্যা করেন। যেমন বাবার বুদ্ধিতে আছে তেমনি তোমাদের বুদ্ধিতেও আছে। শিব বলা হয় বিন্দুকে। আত্মার মধ্যেই সম্পূর্ণ পার্ট সঞ্চিত থাকে। তোমাদের হলো অলরাউন্ডার পার্ট, সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগ পর্যন্ত। সত্যযুগ - ত্রেতায় তোমরা যখন সুখ ভোগ কর ঐ সময় বাবার কোনো পার্ট থাকে না। বাবা বলেন আমার থেকেও তোমাদের পার্ট অনেক বেশি। তোমরা যখন সুখে থাকো তখন আমি নির্বাণধামে থাকি। আমার তখন কোনো পার্ট নেই। তোমরা অলরাউন্ডার পার্ট প্লে করে ক্লান্ত হয়ে পড় সেইজন্যই লেখা হয়েছে - ঈশ্বর তোমাদের পদ সেবা করেন। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছো। তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তি করেছো, দরজায়-দরজায় ধাক্কা খেয়েছ। ভক্তি মার্গে ঘুরত-ঘুরতে তোমরা ক্লান্ত হয়ে যাও তারপর বাবা এসে পূজার যোগ্য করে তোমাদের ফিরিয়ে দেন, পূজারী থেকে পূজ্য করে তোলেন। তোমরা জানো আমরাই পূজ্য ছিলাম এরপর পূজারী হয়েছি। এমন নয় যে পরমাত্মা নিজেই পূজ্য, নিজেই পূজারী হন। না, আমরা হই।

ভারতকেই অবিনাশী খন্ড বলা হয়। ভারত হলো শিববাবার জন্মভূমি। জন্মভূমির জন্য মানুষ আত্মত্যাগ করে। কংগ্রেসদের দেখো, জন্মভূমি ফিরে পাওয়ার জন্য কতো মাথা ঠুকেছে। ফরেনারদের বাইরে বের করে দিয়েছে। এই জন্মভূমি স্বর্গ ছিল। তারপর ৫ বিকার রূপী মায়া এসে গ্রাস করেছে। আমরা রাবণকে সবচেয়ে বড় শত্রু বলে মনে করি। এটা কেউ-ই বুঝতে পারে না যে সবচেয়ে বড় শত্রু হলো মায়া রাবণ , যে আমাদের রাজ্য খেয়ে ফেলেছে। এ যেন ঠিক গুপ্ত ইঁদুরের মতো ফুঁ দিয়ে তারপর কামড় দেয়, যা কেউ জানতেও পারে না। কামড় দিতে-দিতে সম্পূর্ণ দেউলিয়া করে দিয়েছে। কেউ-ই জানে না যে, আমাদের রাজ্য ভাগ্য কেড়ে নিয়েছে। কারো জানা নেই আমাদের শত্রু কে ? আমরা কিভাবে কাঙাল হয়ে গেছি? মায়া হলো বড় ইঁদুর - অর্ধেক কল্প ধরে খেয়ে-খেয়ে ভারতকে কড়িহীন করে দিয়েছে। খুব শক্তিশালী মায়া। এখন তোমরা গুপ্ত রূপে তার উপর জীত প্রাপ্ত করছ। তোমরা জানো যে আমরা গুপ্ত রীতিতে রাজ্য কিভাবে নিয়ে থাকি। গুপ্ত ভাবে রাজ্য হারিয়েছি এরপর নিয়েও থাকি গুপ্ত রূপে। কেউ জানে না - এখন এর উপরেই বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। কত সূক্ষ্ম রহস্য! বাবার সাহায্যে আমরা আবারও রাজ্য-ভাগ্য নিয়ে থাকি। আমরা কেউ হাত-পা ব্যবহার করি না। গুপ্ত রীতিতে আমরা আমাদের অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে থাকি, যা অর্ধেক কল্প থাকবে। ঐ ইঁদুর রূপে মায়া তো ধীরে-ধীরে খায় আর তোমরা একবারই ২১ জন্মের জন্য রাজত্ব নিয়ে থাকো। ৮৪ জন্মের রহস্যও তোমাদের বোঝান হয়েছে। এতো-এতো জন্ম নিয়েছ। তোমরা জানো সত্যযুগে আমাদের আয়ু দীর্ঘ ছিল। তারপর অপবিত্র ভোগী হয়ে পড়ি তারপর দ্বাপর-কলিযুগে ৬৩ জন্ম নিয়ে থাকি। এ'সবই বাবা বসে বোঝান। কল্পে-কল্পে মায়া এভাবেই রাজ্য ছিনিয়ে নেয় এরপর আবারও আমরা ওঁনার কাছ থেকে রাজত্ব নিই। গানের মধ্যেও গাওয়া হয় - কোন দেশ থেকে এসেছে, কোন দেশে যাবে.... ? কিন্তু বোঝেনা কিছুই। তোমরা তো জানো আত্মা কোন দেশ থেকে এসেছে? কেন এসেছে? সম্পূর্ণ চক্র বুদ্ধিতে আছে। সম্পূর্ণ ড্রামায় হিরো-হিরোইন পার্ট হলো শিববাবার। শিববাবার সাথে পার্টধারী (ভূমিকা পালনকারী) কে-কে আছে ? প্রথমে তিনি জন্ম দেন – ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে তারপর তোমরা বাচ্চাদের। তোমরা বাবার সহযোগী বাচ্চা। বাবা নিজের ভূমিকা পালন করে নিজধামে যান এবং তোমরা সাহায্যকারীদেরও সঙ্গে করে মুক্তিধামে নিয়ে যান। তোমরা মুক্তিধামে গিয়ে তারপর জীবনমুক্তিতে চলে যাবে। কত ভালোভাবে বুদ্ধিতে রাখা উচিত , তো এই হলো স্বপ্নের সংসার যা অতীত হয়ে গেছে।

তোমরা জানো যে সত্যযুগ-ত্রেতায় দেবী-দেবতারা থাকে, এখন নেই। গানের কথায় কত গুহ্য রহস্য আছে – কিভাবে স্বপ্নের সংসার বুদ্ধিতে নিয়ে বসে আছে? সম্পূর্ণ চক্র কিভাবে ঘোরে? যে নলেজ বাবার আছে তা আমাদের মধ্যেও আছে। অসীম জগতের বাবার কাছেও অসীমিত নলেজ আছে। বাচ্চারা জানে - এটাও স্বপ্ন হয়ে যাবে। এগুলো বোঝা এবং ব্যাখ্যা

করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সত্যযুগ-ত্রেতায় এইসব বিষয় কারো বুদ্ধিতে থাকে না। অবিরত গুহ্য পয়েন্টস পেতেই থাকো। বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্র থাকা উচিত। ভক্তি মার্গ কি, কবে থেকে শুরু হয়েছে, এসব করে কোনো লাভ হয়নি। ভক্তি করতে-করতে ক্ষতিই হয়ে এসেছে। এখন আবারও তোমরা কড়িহীন থেকে হীরা হচ্ছ। মায়া কড়িহীন করে দেয়। বাবা জ্ঞানের নৃত্য শেখান। তারপর ওখানে গিয়ে তোমরা নৃত্য করবে। এই বিষয়গুলো জানার জন্য ওয়ান্ডারফুল। এখানকার আচার-অনুষ্ঠান ওখানে (সত্যযুগে) একেবারেই হয়না। ওটা হলো নির্বিকারী দুনিয়া। ওখানে মায়ার নাম-নিশানা কিছুই নেই। প্রথমে তোমরা বাবাকে স্মরণ করো, বর্সা তো নিয়ে নাও, বাদবাকি ওখানকার যে আচার-অনুষ্ঠান আছে, সেটাই চলবে। ওখানকার আচার-অনুষ্ঠান সব নতুন হবে। ওখানে এই উত্সব ইত্যাদি হবে না। এখানে বিষণ্ণতা বিরাজ করে, এবং এই কারণেই উত্সব পালন করে। ওখানে তো প্রতিদিনই উদযাপন। ওখানে কান্নাকাটি করার প্রয়োজন পড়ে না। উত্সব পালন করার বিষয় ওখানে নেই। সবসময়ই আমাদের বড়দিন হবে। ওখানে বিয়েও খুব আড়ম্বরের সাথে হয়, যৌতুক পাওয়া যায়, দাস-দাসী পাওয়া যায়। অন্যান্য উৎসব ইত্যাদি করার প্রয়োজন পড়ে না। এ সবই হলো সঙ্গম যুগের উৎসব, যা ভক্তি মার্গে পালন করা হয়। ওখানে তো নিরন্তর শুধুই খুশি আর খুশি থাকে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) স্বদর্শন চক্র ঘুরিয়ে মায়ার উপরে গুপ্ত ভাবে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। বাবার সমান নলেজফুল হয়ে থাকতে হবে।

২) বাবা যেমন, বাবা কেমন, তাঁকে যথার্থ বিন্দু রূপে জেনে স্মরণ করতে হবে। বিন্দু হয়ে, বিন্দু বাবার স্মরণে থাকতে হবে।

বরদানঃ- বাবার ডাইরেকশন অনুসারে (নির্দেশ) সেবা মনে করে প্রতিটি কার্য সম্পাদনকারী সবসময় অক্লান্ত আর বন্ধনমুক্ত ভব

প্রবৃত্তিকে সেবা মনে করে দেখাশোনা করো, বন্ধন মনে করে নয়। বাবা ডাইরেকশন দিয়েছেন - যোগের দ্বারা হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে ফেলো। এটা তো জানা আছে যে ওটা হলো বন্ধন কিন্তু বারে বারে বললে বা ভাবলে সেটা আরও কঠিন বন্ধন হয়ে যায় এবং অন্তিম সময়ে যদি সেই বন্ধনের কথা স্মরণে আসে তবে গর্ভজেলে যেতে হবে। সেইজন্যই কখনও নিজের প্রতি বিরক্ত হয়ো না। ফাঁদেও পড়ো না, আর বাধ্যও হয়ো না। খেলা মনে করে প্রতিটি কার্য করতে থাকো তাহলে অক্লান্তও থাকবে আর বন্ধনমুক্তও হতে পারবে।

স্লোগানঃ- ভ্রুকুটির কুটিরে বসে তপস্বীমূর্তি হয়ে থাকো – এটাই হলো অন্তর্মুখিতা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;